করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, সশস্ত্র বাহিনী ছাড়াও চীনে মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনীর অস্তিত্ব রয়েছে।

১৯৮২ সালের চীনের সংবিধানে চীনে বসবাসকারী বিদেশিদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হল চীনা ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রতিটি বিদেশির অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, কোনো অ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে বিদেশিদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই দিক দিয়ে চীনের সংবিধান অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিশেষে একথা বলা যায় যে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সর্বশেষ সংবিধানে উল্লিখিত সাধারণ নীতিসমূহ পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা দরকার যে, কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংবিধানেই সাধারণ নীতিসমূহ সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়নি। এদিক দিয়ে সমাজতান্ত্রিক জগতের অন্যতম পথিকৃৎ গণপ্রজাতন্ত্রী চীন স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে।